টীকা (Note)- ১

অনুচ্ছেদ ২.৫, ২.৭,সারণি ক ও খ-তে বর্ণিত বয়সভিত্তিক শ্রেণি বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নরূপঃ

প্রাক-প্রাথমিক/ প্রাথমিক শিক্ষা ৫-১০ বছর (৫ম শ্রেণি)	নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ১১-১৩ বছর (৮ম শ্রেণি)	মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪-১৬.৫ বছর (১০ ম শ্রেণি)	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ১৬.৫-১৮.৫ বছর (১২ তম শ্রেণি)

রেফারেন্স (Reference): PEDP-3 Primary Education Developing Program 3.5.8 https://mopme.gov.bd, Ministry of Primary and Mass Education, Directorate of Secondary and Higher Education (www.dshe.gov.bd).

বাংলাদেশের দৃষ্টান্তমূলক কিছু শিখন-

কেস-১

রিজিওনাল সেন্টার অব এক্সপারটিজ, আরসিই গ্রেটার ঢাকা টেকসই উন্নয়ন (ESD) কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মনোভাবে র আমূল পরিবর্তনে র চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্বের ১৬৬টি আরসিই-এর মধ্যে আরসিই গ্রেটার ঢাকা বাংলাদেশের একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত । ইহা ২০১২ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজিনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি -এর সেন্টার ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল কালচারের সাথে কাজ করে আসছে। এখানে স্নাতক পর্যায়ে "এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট" শীর্ষক কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই কোর্সটি বাধ্যতামূলক। এর মাধ্যমে চার মাসে টেকসই উন্নয়নের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা হয়। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা টেকসই উন্নয়ন শিক্ষার একটি উচ্চমান-সম্পন্ন পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। ইহা শিক্ষার্থীকে বাস্তবসম্মত, সমালোচনামূলক ভাব ধারায় উচ্চতর শি ক্ষায় জীবনব্যাপী শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে। মুলতঃ এখানে শিক্ষার্থীদের মানসিক আচরণের উপর স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য একটি সবুজ ক্যাম্পাস তৈরি করেছে যেখানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যুৎ অপচয়রোধ, পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নানা প্রকার উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনে র সাথে কাজ করে থাকে। এই কোর্স শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী শিক্ষা হিসেবে তাদের আচরণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে এবং এ পর্যন্ত দশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে টেকসই উন্নয়ন জ্ঞানে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা নিকট ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়ন জ্ঞানের প্রশিক্ষক । এই সংস্থাটি আশা করে যে , দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের মত টেকসই উন্নয়ন শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে আসবে।

Fig: 1 Save Energy, Water & Waste Segregation Fig: 2 Cleaning Campaign at IUBAT Green Campus

কেস-২

ব্যুরো অব নন-ফরমাল এডুকেশন, (বিএনএফই) "মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প" এর মাধ্যমে ১২ লাখ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে নব্য সাক্ষর (এনএফই গ্রাজুয়েট) তৈরি করে। এই সাক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন নব্য সাক্ষরদের বা এনএফই গ্রাজুয়েটদের ৯ মাসে ১৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এডিবি ও এসডিসি-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। প্রকল্পটি ২০০৬-২০১১ পর্যন্ত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ১২ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,১০৩,১৬৫ জন সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে যার ৫০% শিক্ষার্থী মহিলা। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা নিম্নরুপঃ(১)কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার ব্যবহার ও মেরামত, (২)মেশিনারি, প্লাম্বিং ও পাইপ ফিটিং, (৩) বাঁশ ও বেতের কাজ ও আধুনিক মৌ চাষ, (৪)রেফ্রিজারেশন ও ওয়েল্ডিং, (৫)শ্যালো পাম্প মেকানিক, (৬)রেডিও টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, (৭)পশু পালন, (৮)হাউস ওয়েরিং, (৯)মাশরুম, রেশম ও ভুট্টা চাষ, (১০) দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি ব্লক বাটিক ডাইটাই ও স্ক্রিন প্রিন্টিং, (১১)নার্সারি, সব্জি ফল ও ফুল চাষ, (১২)মাছ চাষ, (১৩)খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, (১৪)সাবান ও মোমবাতি তৈরি, (১৫) তালাচাবি, সাইকেল, রিক্সা ও ভ্যানগাড়ি মেরামত, (১৬)স্যানিটারি টয়লেট তৈরি ও স্থাপন। বিএনএফই'র তত্বাবধানে প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিও দ্বারা মোট ২৯টি জেলায় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ৩০ জন মহিলা ও ৩০ জন পুরুষ আলাদা আলাদা সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন যেখানে পুরুষ শিক্ষার্থীর জন্য পুরুষ শিক্ষক রাতে এবং মহিলা শিক্ষার্থীর জন্য মহিলা শিক্ষক দিনের বেলায় ক্লাস পরিচালনা করেন। এ প্রকল্পে পাশের হার ৯৫%।